ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৪১৭
আগরতলা, ২০ জানুয়ারি, ২০২০

বিধানসভা সংবাদ

আমাদের দেশ পরিচালনায় রয়েছে সংবিধান ও দীন দয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবতাবাদ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নতুন সরকার গড়ার পর সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হয়েছে রাজ্যের মানুষের মানসিকতার। পরিবর্তন হয়েছে মানুষের ভাবমুর্তি, স্বভাব, মানসিকতা ও কর্মসংস্কৃতির। বেড়েছে কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, সময়ের কাজ সময়ে শেষ করা, সফলতার হার ও স্বচ্ছতা। এর সঙ্গে বেড়েছে একত্মতাবোধ। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরাতে পুনর্বাসনের সিদ্ধান্তের পর, তাদের স্থান দেওয়ার জন্য যে সকল স্থানীয় বাঙালিরা উদ্বাস্তু হয়েছেন, তাদেরকেও সরকার পক্ষ থেকে একই রকম সহায়তা করার জন্য ব্রু শরণার্থীদের কাছ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে চিঠি এসেছে। আজ দ্বাদশ বিধানসভার ষষ্ঠ অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথাগুলো বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরও বলেন, আগে কেবলই শুনতে হত, আমরা পিছিয়ে পড়া রাজ্যের জনগণ। কিন্তু এখন প্রধানমন্ত্রী দেশের জনগণের নিকট ত্রিপুরার মানুষের মানসিকতাকে অনুসরণ করতে বলেন। রাজ্যের জনগণের কাছে এর চাইতে গৌরবের বিষয় আর কি হতে পারে।

তিনি বলেন, আমাদের দেশ পরিচালনায় রয়েছে ভারতের সংবিধান ও দীন দয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবতাবাদ। বর্তমান সরকারের আমলে জি এস টি সংগ্রহ বেড়েছে, টি এস আর ও পুলিশের ড্রেসিং এলাউন্স বৃদ্ধি করা হয়েছে। নারী নির্যাতন ও সড়ক দুর্ঘটনার হার হ্রাস পেয়েছে। সরকারি বিভিন্ন পরিষেবাকে ডিজিটালাইজড করে স্বচ্ছতা আনার প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পঞ্চদশ অর্থকমিশনের আর্থিক ঘোষণা আসার পরই শূণ্যপদগুলি পূরণ করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই এ সরকারের সময়কালে খালি হয়ে যাওয়া সকল শূণ্যপদগুলির জন্য অর্থ দপ্তরের কাছ থেকে আর্থিক অনুমোদন নিয়ে রাখা হয়েছে। সরকার সাধ্যের মধ্যে সকলের জন্যই কাজ করতে সচেষ্ট। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রেগায় শ্রমদিবস বাড়িয়ে ৪ কোটি করা হয়েছে। নতুন সরকার সেজ, এস ও পি, গোমতী প্রোটোকল রোড নির্মাণে সচেষ্ট রয়েছে। অটল জলধারা মিশনে ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে ৫২ হাজার নতুন সংযোগ দেওয়া হয়েছে। নতুন সরকার জৈব পদ্ধতিতে চাষের জন্য চাষিদের উৎসাহিত করছে। রাজ্যের ৬,০০০ হেক্টর জমিকে এরজন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এরফলে ৯,০০০ জন কৃষক উপকৃত হবেন। তাছাড়া দেশের মধ্যে ত্রিপুরাতেই যাতে প্রথম জৈব পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা যায়, সে লক্ষ্যেও সরকার কাজ করছে। রাজ্য স্বনির্ভরতার দিকে

****২য় পাতায়

এগিয়ে চলছে। জব ক্রিয়েটর তৈরী হচ্ছে রাজ্যে। সরকারি সেক্টরও যে ব্যবসা এবং আয় করতে পারে তা এরাজ্যের সরকারি অধিগৃহীত সংস্থাগুলো করে দেখাচ্ছে। বর্তমানে বহির্রাজ্যের মানুষ এ রাজ্যে ভ্রমণের জন্য আসছে। রাজ্যে পর্যটকের সংখ্যা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজ্যের ৯১ শতাংশ উজ্জ্বলা যোজনার প্রকৃত সুবিধাভোগীদের গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ই-পি ডি এস চালু করার ক্ষেত্রে সারা দেশের প্রথম ৩টি রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা অন্যতম।

রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনা করতে গিয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, রাজ্যপালের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে এই সরকারের নীতি, দৃষ্টিভঙ্গী ও দিশা। এই রাজ্যকে মডেল রাজ্য বানানোর যে সংকল্প নিয়ে রাজ্য সরকার কাজ করছে তার প্রতিফলন ঘটেছে রাজ্যপালের ভাষণে। তিনি বলেন, এই সরকার প্রকৃতপক্ষেই জনগণের সরকার। এছাড়াও তিনি কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, গ্রামোন্নয়ন, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া, খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা সুরক্ষা, বিদ্যুৎ, উপজাতি কল্যাণ, পূর্ত প্রভৃতি দপ্তরের কর্মসূচি নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা করেন। এছাড়াও আলোচনা করেন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক ও বিধায়ক সুভাষ দাস। আলোচনার পর রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

******